ঝিনাইদহে দুর্নীতি বিরোধী বাইসাইকেল র্যালী

দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বাড়াতে ঝিনাইদহে সাইকেল র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে শহরের আজাদ রেস্ট হাউজের সামনে থেকে ইয়েস গ্রুপের আয়োজনে এক র্যালী বের করা হয়।

র্যালিতে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। র্যালীটি শহরের পায়রা চত্বর হয়ে, হামদহ ঘুরে, আরাপপুর হয়ে পোস্ট অফিসে মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এর আগে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সনাকের সভাপতি এম সাইফুল মাবুদ। সেসময় উপস্থিত ছিলেন সনাকের সদস্য এন এম শাহজালাল, নাসরিন ইসলামসহ অন্যান্যরা।

আয়োজকরা আশা করেন, এই সাইকেল র্যালির মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সবাই মিলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে একসঙ্গে কাজ করবে।

ঝিনাইদহে নানা দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেললাইন, মেডিকেল কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসুচি পালিত হয়েছে। রবিবার (২৯ জুন) সকালে ঝিনাইদহ জেলা রেললাইন মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

এ উপলক্ষে সকালে শহরের পায়রা চত্বরে অনুষ্ঠিত ঘন্টাব্যাপি মানববন্ধনে শহরের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়।

মানববন্ধন চলাকালে বক্তৃতা করেন, জেলা রেললাইন মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি সাবেক উপাধ্যক্ষ এন. এম. শাহজালাল, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান পিন্টু, জেলা মানবাধিকার বাস্তবায়ন

কমিটির সভাপতি ও সাবেক অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান টুকু, সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মহাব্বত হোসেন টিপু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপ্পু, জেলা শহরে রেললাইন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ ওরফে রেল আব্দুল্লাহ, উই এর নির্বাহী পরিচালক শরিফা খাতুনসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ঝিনাইদহবাসি শহরে রেললাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ^বিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁরা অবিলম্বে তাদের এই দাবি বাস্তবায়ন না হলে পরবর্তিতে আরো বড় ধরণের কর্মসুচি ঘোষণা করার হুশিয়ারি দেন।

বাগেরহাটে দেশীয় অস্ত্রসহ ঝিনাইদহের ১১ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার

বাগেরহাট জেলার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখা ও আইসিটি শাখার যৌথ অভিযানে ঝিনাইদহ জেলার ১১অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ৪টি বিদেশী পিস্তল, ৪টি ম্যাগজিন, ১০রাউন্ড গুলি ও দেশীয় অস্ত্র ও মাইক্রোবাসসহ ১১ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাগেরহাট জেলার পুলিশ সুপার তৌহিদুল আরিফের নেতৃত্বে বাগেরহাট জেলা গোয়েন্দা শাখা, সাইবার ক্রাইম টিম, মোল্লারহাট থানা পুুলিশ ও জেলা বিশেষ শাখা মোল্লারহাট জোনের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা যায়, গত ২৬ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মোল্লাহাট থানাধীন ঢাকা টু খুলনা মহাসড়কের মোল্লাহাট টোল প্লাজার সামনের পাকা রাস্তার উপর ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানা হইতে আসা একটি হায়েস মাইক্রোবাস থামিয়ে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে মাইক্রোবাসে আগত

ব্যক্তিদের তল্লাশী করে ০৪টি বিদেশী পিস্তল, ০৪টি ম্যাগাজিন, ১০ রাউন্ড গুলি, ০১টি সেভেন গিয়ার চাকু, একটি ক্ষুর ও ০১টি দা উদ্ধারপূর্বক মাইক্রোবাসে থাকা ১১ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার যাদবপুর ইউনিয়নের ৬ জন তারা হলেন কসাইডাঙ্গা গ্রামের মৃত কদম আলীর ছেলে কাউসার আলী
(৪৩) আব্দুল মুমিনের ছেলে আতাউর রহমান (৩০) ধান হড়িয়া গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে আবুল হোসেন (৪৩) ও মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে ইমদাদুল হক (৩১) এবং নুরুল আলমের ছেলে মাসুম পারভেজ (২২), গয়েশপুর গ্রামের গিয়াস উদ্দিনের ছেলে জনি মিয়া (২৭)।

৪ জনের বাড়ি হরিণাকুন্ডু উপজেলায় তারা হলো বাসুদেবপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে মোঃ মেহেদী হাসান (২৩) সাবেক বিন্নি গ্রামের মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে মোঃ খোকন বিশ্বাস (৪৫) ও আনিসুর রহমান শাহের ছেলে সেলিম শাহ (৩৪) সাড়াবাড়িয়া গ্রমের আবুল বাশার মন্ডল এর ছেলে খোকন মন্ডল (৩৫) ও ১জন হল ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পৌরসভাধীন হামদহের অধীর চন্দ্র দাসের ছেলে প্রশ্ন প্রসেনজিৎ চন্দ্র দাস।

আসামীরা বড় কোনো অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনা নিয়ে বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র সহ মাইক্রোবাসযোগে ঝিনাইদহ থেকে বাগেরহাটের উদ্দেশ্যে আসছিল মর্মে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। গেপ্তারকৃত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

চাকরী স্থায়ীকরণের দাবিতে ঝিনাইদহে বিদ্যুৎ অফিসের লাইন সহকারীদের কর্মবিরতি

চাকরি স্থায়ীকরণ, বয়সসীমা শিথিলসহ ৪ দফা দাবীতে কর্মবিরতি দিয়ে বিক্ষোভ করেছে ঝিনাইদহ ওজোপাডিকোর লাইন সহকারীরা।

বৃহস্পতিবার সকালে ৩য় দিনের কর্মসূচী হিসেবে বিদ্যুৎ অফিসের সামনে অবস্থান নেয় লাইন সহকারীরা। সেসময় আন্দোলকারীরা তাদের দাবী সম্বলিত নানা দাবী তুলে শ্লোগান দেন। এই কর্মসূচীতে লাইন সহকারী ইমামুল হক রকি, রিপন হোসেন, শাহীন আলম, শাকিল আহম্মেদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, জীবনের ঝুকি নিয়ে বিদ্যুৎ অফিসে কাজ করলেও তারা বেতন ভাতা পান না। আমাদের দিয়ে কাজ করানোর পরও কর্তৃপক্ষ চাকরি স্থায়ী করছেন না। বক্তারা, চলমান নিয়োগ সংশোধন ও লাইন সাহায্যকারী (গ্যাটিস) শ্রমিকদের চাকরী স্থায়ীকরণ, বয়সসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল, বিকলাঙ্গ শ্রমিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরী স্থায়ী ও মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকের পরিবারের সদস্যের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি প্রদাণের দাবী জানান।

বক্তারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে এই আন্দোলন চালিয়ে গেলেও আজও তা পুরণ হয়নি। বর্তমানে আমরা নতুন কর্মসূচী হাতে নেওয়ার পর একটি মহল আমাদেরকে নানা ভাবে হেনস্থা করছে। এমনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে দেশের কয়েকটি স্থানে। দ্রুত এসব বন্ধ ও তাদের দাবী পুরণ করা না হলে কঠোর কর্মসূচী দেওয়ার ঘোষণা দেন।

ঝিনাইদহে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাঁচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত

ঝিনাইদহে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়েছে। জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম খালিদ হোসেন সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মনজুর মোর্শেদ, সিভিল সার্জন ডা: মো. কামরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক গোলক মজুমদার। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের জৈব চাষাবাদ বিষয়ক কর্মশালা

উচ্চমূল্যের আমদানিনির্ভর ভেষজ উদ্ভিদের দেশীয় জৈব চাষাবাদে গুরুত্বারোপ করে ঝিনাইদহে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের ফুড সাফারি মিলনায়তনে বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বামা) এ কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বামার কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বিশিষ্ট আয়ুর্বেদিক গবেষক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক সিরাজুম মনিরা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা ঔষধ পরিদর্শক ইকরামুল করিম, সেতু ড্রাগ ল্যাবরেটরিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহম্মদ আলী বিশ্বাস এবং বামার নির্বাহী সদস্য এ বি এম জাহাঙ্গীর। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন বামার বিভাগীয় প্রধান আকরাম হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. মিজানুর রহমান।

বক্তারা বলেন, বর্তমানে দেশে যে সব ভেষজ ওষুধ তৈরি হয় তার একটি

বড় অংশের কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। অথচ দেশের উপযোগী জলবায়ুতে এসব ভেষজ উদ্ভিদের জৈব চাষাবাদ সম্ভব। কৃষি উদ্যোক্তাদের এ বিষয়ে সচেতন ও উৎসাহী করতে হবে। এতে একদিকে যেমন আমদানি নির্ভরতা কমবে, অন্যদিকে কৃষির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ওষুধ প্রস্তুতকারক, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভেষজ গবেষকরা অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহে স্বাস্থ্য সহকারীদের ৬ দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

৬ দফা দাবি আদায়ে ঝিনাইদহে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে স্বাস্থ্য সহকারীরা।

মঙ্গলবার (২৪ জুন) সকালে সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় চত্বরে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাসোসিয়েশন সদর উপজেলা শাখার আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। ঘন্টা ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচিতে দাবি সম্বলিত ব্যানার, লিফলেট নিয়ে উপজেলার সকল স্বাস্থ্য সহকারীরা অংশ নেয়।

সেসময় হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাসোসিয়েশন সদর উপজেলা শাখার সভাপতি আব্দুর রাকিব, সাধারন সম্পাদক কাজল কুমারসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তরা বলেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত করে ইন-সার্ভিস ডিপ্লোমা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে টেকনিক্যাল পদমর্যাদা প্রদান ও ১১তম গ্রেডে বেতন স্কেল উন্নীত করাসহ ৬ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে। দাবি বাস্তবায়ন না করা হলে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষনা হুশিয়ারি দেন তারা।

[redacted]

[redacted]

জানুয়ারি রাত আনুমানিক ৮টার দিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসামি আজিজুল সহ অন্যান্যরা। সেদিন থেকেই সে নিখোঁজ ছিলো। পরে ওই বছরের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে পার্শ্ববর্তী হুমোদার বিলে খালের দক্ষিণ পাড় থেকে মাটিতে পুতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় রবিউল ইসলাম ওরফে রবের মরদেহ। তার ভাই আনোয়ার হোসেন তার মরদেহ শনাক্ত করেন। ওই দিন ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

ঝিনাইদহে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি

ঝিনাইদহে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতদল ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে লুট করেছে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার। রোববার রাতে সদর উপজেলার উত্তর শোমসপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ওই গ্রামের ব্যবসায়ী সাগর খাঁ জানান, রাত আড়াইটার দিকে একদল ডাকাত তার বাড়িতে প্রবেশ করে। ঘরের গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করে পরিবারের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। পরে লোহার সিন্দুক খুলে নগদ দুই লাখ টাকা ও ৮ ভরি স্বর্ণালংকার লুটে করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দিয়েছে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, রাতে সংবাদ শোনার পর সেখানে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। আমিও ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেছি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। আশাকরি দ্রুতই এর সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।

জুলাই ঘোষণাপত্র ও সনদের দাবীতে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন

বিপ্লবী সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জুলাই ঘোষণাপত্র ও জুলাই সনদের দাবীতে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জুলাই যোদ্ধা সংসদ জেলা শাখার আয়োজনে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জুলাই যোদ্ধা সংসদ জেলা শাখার সদস্য সচিব রত্না খাতুন। সেসময় উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনটির আহ্বায়ক আনিচুর রহমান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক হুমায়ন কবির, জুলাই যোদ্ধা রাহাত মিয়া, মাসুম বিল্লাহ, সাইফুল ইসলাম মানিকসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা বলেন, আমাদের ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবি ‘জুলাই ঘোষণা পত্র’ প্রদানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য যে ত্রিশ কার্যদিবসের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেই সময়সীমার মধ্যে আর মাত্র তিন কার্যদিবস বাকি থাকলেও এখনো পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। আমরা মনে করি, যে কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ সরকারের নৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এটি আমাদের আন্দোলনের একক উদ্দেশ্য নয়, বরং দেশের সাধারণ মানুষের ন্যায্য প্রত্যাশারই প্রতিফলন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে গণঅভ্যুথানের পর ছাত্র-জনতার আকাংখা জুলাই ঘোষণাপত্র, গণহত্যার বিচার, নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য দৃশ্যমান সংস্কার প্রয়োজন। যা এখনও পর্যন্ত বর্তমান সরকার বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটাতে ব্যার্থ হয়েছে। আমরা আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে জুলাই ঘোষণাপত্র প্রদাণ, গণহত্যার বিচার শুরু ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য দৃশ্যমান সংস্কার শেষ করে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমুলক নির্বাচন উপহার দিবে।